রোম দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে - দশ নম্বর

চূড়ান্ত সংঘর্ষ: যোয়েল পুস্তক, নাটি ইয়র্করে পতন, এবং অ্যাডভেন্টিস্ট ইতিহাসে রোমের প্রতীক

Jeff Pippenger
2024-08-26

অ্যাডভেন্টিস্ট ইতিহাসে রোমের প্রতীক নিয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিক যুক্তির সঙ্গে আমি যে শেষ বিতর্কটিকে একত্র করতে চাই, তা হলো যোয়েল গ্রন্থ। ওই বিতর্কটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর ঘটেছিল, এবং সেই সময়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিলে কয়েকটি সূক্ষ্ম দিক খুব সহজেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। সেই পরিস্থিতিগুলোকে প্রেক্ষাপটে আনতে মিলারাইট ইতিহাস বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের পনেরো নম্বর পদে উল্লিখিত সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল।

> আর চারজন স্বর্গদূতকে মুক্ত করা হলো, যারা প্রস্তুত ছিল এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস, এবং এক বছরের জন্য, যাতে তারা মানুষের তৃতীয়াংশকে হত্যা করে। প্রকাশিত বাক্য ৯:১৫।

পদটি 'এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস এবং এক বছর'-কে তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সমতুল্য বলে চিহ্নিত করে। চারজন স্বর্গদূত সেই সময়কে নির্দেশ করে, যখন ইসলাম ক্ষমতায় উঠে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে আসে; এর শুরু ২৭ জুলাই, ১৪৪৯-এ। শুরুর বিন্দুটি নির্ধারিত হয়েছিল একশ পঞ্চাশ বছরের আরেকটি সময়ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ বিন্দুটি ব্যবহার করে। একশ পঞ্চাশ বছরের প্রথম সময়ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রথম বিপদের ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছিল, যা প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের পঞ্চম তূরীও বটে। যখন ওই একশ পঞ্চাশ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী ২৭ জুলাই, ১৪৪৯-এ সমাপ্ত হলো, তখন আমরা যে সময়ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন বিবেচনা করছি তা শুরু হলো, এবং তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিন পরে, ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ সেই ভবিষ্যদ্বাণীটির সমাপ্তি ঘটে।

উইলিয়াম মিলার প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ে উল্লিখিত শক্তিগুলো ইসলামকে নির্দেশ করে বলে বুঝেছিলেন, এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের আগেই যোশিয়া লিচ নামের এক মিলারাইট ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে একটি পূর্বাভাস উপস্থাপন করেছিলেন যে ১৮৪০ সালে অটোমান আধিপত্যের অবসান ঘটবে। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের দশ দিন আগে, লিচ তাঁর পূর্বাভাসটি আরও সূক্ষ্মভাবে সংশোধন ও হালনাগাদ করে কেবল ভবিষ্যদ্বাণীটি কোন বছরে পূরণ হবে তা নয়, বরং নির্দিষ্ট বছর, মাস ও দিনও নির্ধারণ করেছিলেন। ঘটনাটি যখন ঘটল, তখন লিচের পূর্বাভাস মিলারাইটদের ধর্মীয় জগতে কী প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে সিস্টার হোয়াইট মন্তব্য করেছিলেন।

> "১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি অসাধারণ পরিপূর্ণতা ব্যাপক আগ্রহ উদ্রেক করেছিল। দুই বছর আগে, জোসাইয়া লিচ, দ্বিতীয় আগমনের বার্তা প্রচারকারী শীর্ষস্থানীয় ধর্মপ্রচারকদের একজন, প্রকাশিত বাক্য ৯-এর একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তাঁর গণনা অনুযায়ী, এই শক্তি উৎখাত হওয়ার কথা ছিল . . . ১৮৪০ সালের ১১ই আগস্টে, যখন কনস্টান্টিনোপলে ওসমানীয় ক্ষমতা ভেঙে পড়বে বলে আশা করা যেতে পারে। এবং এটি-ই, আমার বিশ্বাস, সত্য বলে প্রমাণিত হবে।'"

> ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তুরস্ক তার রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে ইউরোপের মিত্রশক্তিগুলোর সুরক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে নিজেকে খ্রিস্টান জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণের অধীন করেছিল। ঘটনাটি ভবিষ্যদ্বাণীটি হুবহু পূরণ করেছিল। বিষয়টি জানা গেলে, মিলার ও তাঁর সহযোগীদের গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার নীতিমালার সঠিকতা সম্পর্কে অসংখ্য মানুষ নিশ্চিত হলো, এবং অ্যাডভেন্ট আন্দোলন এক অসাধারণ প্রেরণা পেল। শিক্ষিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রচারকর্মে এবং তাঁর মতামত প্রকাশে মিলারের সঙ্গে যুক্ত হলেন, এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কাজটি দ্রুত প্রসার লাভ করল। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৩৩৪, ৩৩৫।

এই ঘটনাকে তিনি যে সমর্থন দিয়েছিলেন, তা বছরের পর বছর নানা উপায়ে লাওদিকিয়ান সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টদের দ্বারা বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। ‘সাত সময়’ এবং ‘দ্য ডেইলি’র মতোই, এই সত্যটিকে আক্রমণ করা মানে দুটি পবিত্র ফলকে উপস্থাপিত ভিত্তিগুলিকে এবং ‘স্পিরিট অফ প্রফেসি’র কর্তৃত্বকেও প্রত্যাখ্যান করা। এই ইতিহাসের প্রতি আস্থা ধ্বংস করতে শয়তান যে কাজ করে এসেছে, তার কারণগুলো বহুমুখী।

লিচের ভবিষ্যদ্বাণীতে “মিলার গ্রহণ করেছিলেন এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিসমূহ” প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের বিষয়ে মিলার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, এবং কেউ যদি সন্দেহ করেন যে মিলারের বার্তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের ওপর ভিত্তি করে ছিল, তবে ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের পাইওনিয়ার চার্টসমূহ পর্যালোচনা করলেই এটি সত্য বলে নিশ্চিত হবেন। ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর আগে, খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মিলারের ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধীরা যুক্তি দিতেন যে খ্রিষ্ট কখন ফিরবেন তা বুঝতে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময় প্রয়োগ করা যায় না। তাঁরা প্রায়ই বাইবেলের ‘দিন বা ঘণ্টা কেউ জানে না’—এই বক্তব্যটি তাঁর বার্তা ও কাজের বিরোধিতা করতে ব্যবহার করতেন।

> কিন্তু সেই দিন ও সেই ঘণ্টা সম্পর্কে কেউই জানে না—না, স্বর্গের স্বর্গদূতরাও নয়—কেবল আমার পিতাই জানেন। আর যেমন নোহার দিনগুলো ছিল, তেমনই হবে মনুষ্যপুত্রের আগমনও। কারণ প্লাবনের আগে যেসব দিনে তারা খাচ্ছিল ও পান করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়েতে দিচ্ছিল, সেই দিন পর্যন্ত—যেদিন নোহ তরীতে প্রবেশ করলেন; আর তারা জানল না, যতক্ষণ না প্লাবন এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; তেমনি হবে মনুষ্যপুত্রের আগমনও। তখন দুজন মাঠে থাকবে; একজন নেওয়া হবে, আর অন্যজন রেখে দেওয়া হবে। মথি ২৪:৩৬-৪০।

এই অংশ থাকা সত্ত্বেও মিলারাইটরা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সমর্থন করার জন্য অত্যধিক বাইবেলীয় প্রমাণ পেয়েছিল এবং তারা কাজ চালিয়ে গিয়ে সিস্টার হোয়াইট পরে চিহ্নিত করেছিলেন এমন একটি নীতির ভিত্তিতে কাজ করেছিল।

> "‘কেউই দিন বা ঘণ্টা জানে না’—এই যুক্তিটিই প্রভুর আগমনের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানকারীরা সবচেয়ে বেশি সামনে আনত। শাস্ত্রবাণীটি হলো: ‘সে দিন ও ঘণ্টা সম্বন্ধে কেউই জানে না, স্বর্গের স্বর্গদূতরাও নয়, কেবল আমার পিতা।’ মথি ২৪:৩৬। প্রভুর প্রতীক্ষায় যারা ছিলেন, তারা এই পদটির একটি স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের বিরোধীরা এর যে ভুল ব্যবহার করেছিলেন, তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল। মন্দির থেকে শেষবারের মতো প্রস্থান করার পর, জলপাই পর্বতে শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্মরণীয় কথোপকথনে খ্রিষ্ট এই কথাগুলি বলেছিলেন। শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিল: ‘তোমার আগমন ও যুগের শেষের কী লক্ষণ হবে?’ যীশু তাঁদের লক্ষণসমূহ বলেছিলেন এবং বললেন: ‘যখন তোমরা এই সব কিছু দেখবে, তখন জেনে

> রেখো, তা নিকটে—দরজায় এসে গেছে।' পদ ৩, ৩৩। উদ্ধারকর্তার একটি উক্তিকে আরেকটি উক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। যদিও তাঁর আগমনের দিন ও ঘণ্টা কেউ জানে না, তবু কখন তা নিকটে হবে তা জানতে আমাদের শেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে। আরও শেখানো হয়েছে যে তাঁর সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করা, এবং তাঁর আগমন নিকটে কবে তা জানতে অস্বীকার বা অবহেলা করা, আমাদের জন্য ততটাই সর্বনাশা হবে, যতটা নোয়ার দিনের লোকদের জন্য হয়েছিল, যখন তারা জানত না বন্যা কখন আসছে। এবং একই অধ্যায়ের উপমাটি—যেখানে বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত দাসের তুলনা করা হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি মনে বলেছিল, 'আমার প্রভু আসতে দেরি করছেন,' তার পরিণতি দেখানো হয়েছে—তা দেখায়, খ্রিষ্ট কেমন দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কীভাবে পুরস্কৃত করবেন তাঁদের, যাঁদের তিনি জাগ্রত অবস্থায় পাবেন এবং তাঁর আগমন শিক্ষা দিতে দেখবেন, আর যাঁরা তা অস্বীকার করবেন। 'সুতরাং জাগো,' তিনি বলেন। 'ধন্য সে দাস, যার প্রভু এসে তাকে এইরূপ করতে দেখতে পাবেন।' পদ ৪২, ৪৬। 'সুতরাং যদি তুমি জাগো না, আমি চোরের মতো তোমার ওপর আসবো, এবং আমি কোন সময়ে তোমার ওপর আসব তা তুমি জানবে না।' প্রকাশিত বাক্য ৩:৩।" মহাসংঘর্ষ, ৩৭০।

লিচের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলে "শিক্ষা ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা মিলারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল—তাঁর মতবাদ প্রচারেও, তাঁর মতামত প্রকাশেও; এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মধ্যে কাজটি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছিল।" মিলারের বার্তা আরও বলিষ্ঠ হয়েছিল, যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী-ব্যাখ্যার নিয়মগুলি প্রামাণ্য নিয়ম হিসেবে নিশ্চিত হয়েছিল। সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায়, শুধু মিলারের নিয়ম নিশ্চিত হয়েছিল এবং তখন অনেকেই মিলারবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল—এমন নয়; সমানভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই যে, মিলারের নিয়মগুলোর মধ্যে প্রধান নিয়মটিই নিশ্চিত হয়েছিল। আরও এই কথাটিও সত্য যে, এই নিশ্চিতকরণটি সাধিত হয়েছিল তিনটি 'হায়'-এর মধ্যে দ্বিতীয়টির একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগের মাধ্যমে; আর ঐ তিনটি 'হায়'ই হলো পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তূরী।

মিলারের বার্তার ক্ষমতায়ন মিলারাইট সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পরিণত হয়েছিল। এটি যিশুর বাপ্তিস্ম দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। এটি চিহ্নিত করেছিল যে পূর্ববর্তী চুক্তিবদ্ধ জনগণ (প্রোটেস্ট্যান্টরা)-এর চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি সমগ্র মিলারাইট আন্দোলন ও বার্তার বিরুদ্ধে শয়তানের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

> "ঈশ্বরের জনগণের অতীত যাত্রাপথের মহিমান্বিত ইতিহাস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে মনে শয়তান যে কোনো প্রশ্ন উসকে দিতে পারলে, তা তার শয়তানি মহামান্যকে সন্তুষ্ট করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ হবে। প্রভু শক্তি ও মহান মহিমাসহ শীঘ্রই আমাদের পৃথিবীতে আসবেন—এই বার্তাটি সত্য, এবং ১৮৪০ সালে এর ঘোষণায় বহু কণ্ঠস্বর উঠেছিল।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৯, ১৩৪।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় হায়-দুর্ভোগ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে এসেছিল। ঘটনাটি ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার প্রধান নিয়ম গ্রহণ করেছিল, সেটিকে নিশ্চিত করেছিল। সেই সংস্কার আন্দোলনের বার্তাবাহকের কাছে যে প্রথম সত্যটি উন্মোচিত হয়েছিল তা ১৯৮৯ সালেই উন্মোচিত হয়েছিল, এবং তা দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ ছিল না। সেটি ছিল এই সত্য যে, সব সংস্কার আন্দোলন পরস্পরের সমান্তরালে চলে এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার জন্য সেগুলিকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি রেখে একত্রে

আনতে হবে; আর সেই আন্দোলনই তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন। আমি যে প্রথম প্রকাশ্য উপস্থাপনাটি দিয়েছিলাম, তা ছিল ১৯৯৪ সালে, অথবা হয়তো ১৯৯৫ সালে, একটি ক্যাম্প মিটিংয়ে। উপস্থাপনাটি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদের উপর ছিল না; এটি ছিল পরস্পরের সমান্তরালে চলা সংস্কার রেখাসমূহের উপর।

যখন ইসলাম-সম্পর্কিত তৃতীয় 'হায়'-এর ভবিষ্যদ্বাণী ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের পূরণ হলো, এটি ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের সঙ্গে সমান্তরাল ছিল। ১৮৪০ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়'-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলারাইটদের বার্তাকে নিশ্চিত করেছিল, এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের তৃতীয় 'হায়'-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফিডিচার ফর আমেরিকার বার্তাকে নিশ্চিত করেছিল। ওই সত্যের স্বীকৃতি আন্দোলনে বহু মানুষকে নিয়ে এলো, যেখানে এর আগে আন্দোলনটি মূলত একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর আন্দোলনের বার্তা এবং বার্তাবাহক আক্রমণের মুখে পড়ে, যেমন ১৮৪০ সালের ইতিহাস পরবর্তী দশকগুলোতে শয়তানি আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

যারা ফিডিচার ফর আমেরিকা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তারা সেই ইতিহাসের দূত কর্তৃক সংকলিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মাবলি গ্রহণ করেছিলেন। সেই নিয়মগুলির মধ্যে একটি—সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি—ছিল এবং এখনো রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিমুখী প্রয়োগ। দূত উপলব্ধি করেছিলেন যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য তিনটি নির্দিষ্ট পূরণে প্রকাশ পেয়েছিল। মিলারীয় ইতিহাস এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে—এই বিশ্বাসে দেখা গেল যে ১১ আগস্ট, ১৮৪০ ছিল ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১-এর প্রতীকী পূর্বরূপ, এবং অন্যান্য পবিত্র সংস্কারধারাগুলিতেও সেই একই পথচিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

তখন যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ তৃতীয় স্বর্গদূতের রেখায় প্রত্যেক পবিত্র সংস্কাররেখার পুনরাবৃত্তির প্রমাণ উন্মোচন করলেন। দেখা গেল যে, যেমন মিলারাইটদের ইতিহাস 'দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত'কে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছিল, তেমনি ফিডিচার ফর আমেরিকার ইতিহাসও তা করেছিল।

> আমাকে প্রায়ই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—যাদের মধ্যে পাঁচজন জ্ঞানী ছিল, আর পাঁচজন মূর্খ। এই দৃষ্টান্তটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং হবে, কারণ এটি এই সময়ের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য; এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ন্যায়, দৃষ্টান্তটি পূর্ণ হয়েছে এবং সময়ের অবসান পর্যন্ত বর্তমান সত্য হিসেবে অব্যাহত থাকবে। Review and Herald, August 19, 1890.

প্রকাশিত বাক্য ১০-এর সাতটি বজ্রধ্বনি স্বীকৃত হয়েছিল ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারাইটদের অভিজ্ঞতা এবং ১১ সেপ্টেম্বের, ২০০১ থেকে শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে চিহ্নিত করার জন্য।

> যোহনকে যে বিশেষ আলো দেওয়া হয়েছিল, যা সাতটি বজ্রধ্বনিতে প্রকাশ পেয়েছিল, তা ছিল ঘটনাবলির এক রূপরেখা, যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতদের বার্তাসমূহের আওতায় সংঘটিত হবে। . . .
>
> এই সাতটি বজ্রধ্বনি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করার পর, ক্ষুদ্র পুস্তক সম্পর্কে দানিয়েলকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তেমনই যোহনের কাছে নির্দেশ আসে: 'সাতটি বজ্রধ্বনি যে বিষয়গুলো উচ্চারণ করেছে, সেগুলো সীল করে দাও।' এগুলো ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাদের ক্রম অনুযায়ী প্রকাশিত হবে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭১।

এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে সিস্টার হোয়াইট সরাসরি বলেছিলেন যে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে।

> "ঈশ্বর প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর বার্তাগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় তাদের স্থান দিয়েছেন, এবং এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ থামার নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলি এই সময়ের জন্য এখনও সত্য, এবং পরবর্তী যে বার্তাটি আসে তার সঙ্গে সমান্তরালে চলবে। তৃতীয় স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে তার সতর্কবার্তা ঘোষণা করে। 'এই বিষয়গুলির পর,' যোহন বললেন, 'আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে মহান ক্ষমতা নিয়ে নেমে আসতে দেখলাম, এবং তার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হলো।' এই আলোকচ্ছটায় তিনটি বার্তার আলোর সমন্বয় ঘটছে।" দ্য 1888 ম্যাটেরিয়ালস, 803, 804.

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনকে শক্তি দিয়েছিল যে ভবিষ্যদ্বাণী, তা প্রথম ও দ্বিতীয় হাতের সময়সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তির মাধ্যমে শক্তি পেয়েছিল; এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন শক্তি পেয়েছিল তৃতীয় হাতের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তির মাধ্যমে।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের মতোই, যখন Future for America-এর বার্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল, তখন Future for America কর্তৃক গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিগুলোর সঠিকতা সম্পর্কে "অসংখ্য মানুষ নিশ্চিত হয়েছিলেন", এবং "অ্যাডভেন্ট আন্দোলন এক অসাধারণ প্রেরণা পেয়েছিল।" "শিক্ষা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন" Future for America-এর সঙ্গে, "উপদেশদান ও প্রকাশনায় উভয় ক্ষেত্রেই" Future for America-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা প্রচারে। Future for America-এর যে নির্দিষ্ট নিয়মটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তি হিসেবে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছিল, সেটি ছিল "ভবিষ্যদ্বাণীর ত্বরিধি প্রয়োগ।"

যখন আমরা ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় হায় সম্পর্কে ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি—যা উভয় পবিত্র চার্টে উপস্থাপিত হয়েছে—গ্রহণ করি এবং বার্তা প্রচারকারীদের লিখিত সাক্ষ্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখি, তখন আমরা প্রথম হায় ও দ্বিতীয় হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করি। বাইবেলে বারবার, নানাভাবে শিক্ষা দেয় যে দুইজনের সাক্ষ্যের ওপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম হাতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় হাতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তৃতীয় হাতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের ত্বরিধি প্রয়োগ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ তৃতীয় হাতের আগমনকে এতটাই নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে সেটি না দেখা অসম্ভব, যদিও অধিকাংশ মানুষ প্রমাণের প্রতি চোখ বুজে রাখার পথই বেছে নেয়।

ভবিষ্যদ্বাণীর ত্বরিধি প্রয়োগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে তৃতীয় হায় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন দেখা গেল যে সেই নিয়মটি সরাসরি দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, যা মিলারীয়দের সময়ে যেমন, তেমনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সময়েও সেই সময়কাল, যখন পবিত্র আত্মার বর্ষণ ঘটে। উভয় ইতিহাসই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের পরিপূর্তি, এবং সেই দৃষ্টান্তে মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তাতেই জ্ঞানীদের ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায়, এবং সেখানেই দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা শক্তি পায়।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সমাপ্তির প্রাক্কালে, আমি দেখলাম স্বর্গ থেকে একটি মহান আলো ঈশ্বরের লোকদের আলোকিত করছে। এই আলোর কিরণগুলো সূর্যের মতো উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। আর আমি স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বর শুনলাম উচ্চস্বরে বলতে, 'দেখো, বর আসছেন; তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বাইরে যাও!'

এটাই ছিল সেই মধ্যরাত্রির আহ্বান, যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় শক্তি সঞ্চার করার জন্য ছিল। হতাশ সন্তদের জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের সামনে থাকা মহৎ কাজের জন্য প্রস্তুত করতে স্বর্গ থেকে স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছিল। সবচেয়ে প্রতিভাবানেরা প্রথমে এই বার্তাটি পাননি। নম্র, নিবেদিতপ্রাণদের কাছে স্বর্গদূতরা পাঠানো হলেন, এবং তারা তাদেরকে সেই আহ্বান উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত করলেন, 'দেখো, বর আসছেন; তাঁকে অভ্যর্থনা করতে তোমরা বেরিয়ে যাও!' আর্লি রাইটিংস, ২৩৮।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে, মধ্যরাত্রির আহ্বান দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার বর্ষণ ঘটে। এটি তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়।

"স্বর্গ থেকে আগত সেই পরাক্রান্ত স্বর্গদূতকে সাহায্য করতে স্বর্গদূতদের পাঠানো হলো, এবং আমি এমন সব কণ্ঠস্বর শুনলাম যা যেন সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছিল, হে আমার প্রজাগণ, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, যাতে তোমরা তার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং তার বিপদসমূহ তোমরা না পাও; কারণ তার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, এবং ঈশ্বর তার অন্যায়সমূহ স্মরণ করেছেন। এই বার্তাটি তৃতীয় বার্তার একটি সংযোজন বলেই মনে হলো, এবং তা তার সঙ্গে যুক্ত হলো, যেমন ১৮৪৪ সালে মধ্যরাত্রির আহ্বান দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ধৈর্যশীল, প্রতীক্ষারত সাধুগণের উপর ঈশ্বরের মহিমা বিশ্রাম নিল, এবং তারা নির্ভয়ে শেষ গম্ভীর সতর্কবার্তাটি দিল, বাবিলনের পতন ঘোষণা করল, এবং ঈশ্বরের লোকদের তাকে ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করল; যাতে তারা তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।" স্পিরিচুয়াল গিফ্টস, খণ্ড ১, ১৯৫।

ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগের বিচারে, দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ উভয় ইতিহাসেই বার্তাটি হলো বাবিলন দুবার পতিত।

আরেকজন স্বর্গদূত অনুসরণ করে বলল, বাবিলন পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, সেই মহান নগরী, কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ সমস্ত জাতিকে পান করিয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮।

প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ের পরাক্রান্ত স্বর্গদূত ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়'-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তি ঘটিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং এভাবে তা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের পরাক্রান্ত স্বর্গদূতের অবতরণের পূর্বরূপ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। যে স্বর্গদূত তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করেন, তিনি তখন একটি ঘোষণা করলেন।

তিনি প্রবল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মহান বাবিলন পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে; এবং তা দানবদের আবাসস্থল, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার আশ্রয়স্থল, আর প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণ্য পাখির খাঁচা হয়ে গেছে।' প্রকাশিত বাক্য ১৮:২।

চৌদ্দ অধ্যায়ের দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এবং আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূতের বার্তা নির্দেশ করছে যে বাবিল দুইবার পতিত হয়েছে, এবং এই বার্তাই শেষ কালের

বাবিলকে চিহ্নিত করছে। এটি শেষ কালের বাবিলকে চিহ্নিত করে, কারণ বাবিলের পূর্বে দুইবার পতন—নিম্রোদ-এর সময়ে এবং নেবুখদ্নেজারের সময় থেকে বেলশাসর পর্যন্ত—প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ের সেই বেশ্যার পতনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে, যার কপালে লেখা আছে, "মহান বাবিল।" শেষ কালে বাবিলের ঐ পতনকে সনাক্ত করতে বাবিলের আগের দুই পতনের দুই সাক্ষীর প্রয়োজন, কারণ শেষ কালের বার্তাটি হলো: বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে। যখন ঈশ্বরের স্পর্শে নিউ ইয়র্ক সিটির মহান অট্টালিকাগুলো ভেঙে পড়েছিল, তখন সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলেন; তাঁর ঘোষণায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগের নীতি চিহ্নিত করলেন। যে ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের পরিপূর্ণতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ছিল তিনটি হায়ের ত্রিগুণ প্রয়োগ।

সেই পূর্ণতায় অনেকেই ফিউচার ফর আমেরিকার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, এবং ফিউচার ফর আমেরিকা যে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করেছিল, সেগুলোর প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের পুনরাবৃত্তি ঘটল, এবং তাতে মিলারের প্রধান নিয়ম—যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিন এক বছরের প্রতীক—তা নিশ্চিত হলো না; কারণ ফিউচার ফর আমেরিকার প্রধান নিয়ম ছিল এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাগুলোর মিলারাইট ইতিহাস তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়।

এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয় যে, যদি ১৮৪০ সালটি, সিস্টার হোয়াইট যাকে 'তার শয়তানি মহিমা' বলে চিহ্নিত করেন সেই শয়তানের, একটি নির্দিষ্ট আক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর ইতিহাসও অনুরূপ আক্রমণের শিকার হতো। সুতরাং আমরা দেখি এমন সব ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, যেখানে গ্লোবালিস্টরা, বা জেসুইটরা, বা সিআইএ, বা বুশ পরিবার, অথবা ঐ শক্তিগুলোর কোনো সমন্বয়ের ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়। সেই তত্ত্বগুলোতে সত্যের কিছু উপাদান থাকলেও, সেগুলো প্রণীত হয়েছে এই ধারণাটিকে খণ্ডন করার জন্য যে নিউ ইয়র্ক সিটির মহান অট্টালিকাগুলো ঈশ্বরের এক স্পর্শে ভেঙে পড়েছিল, ফলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের ইতিহাসে তৃতীয় 'হায়'-এর আগমন চিহ্নিত হয়েছিল।

> "এখন কথা উঠছে যে আমি নাকি ঘোষণা করেছি যে নিউ ইয়র্ক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে? এমন কথা আমি কখনো বলিনি। আমি যা বলেছি, তা হল— সেখানে যে বিশাল ভবনগুলো তলা-তলা করে উঠে যাচ্ছে, সেগুলো দেখে আমি বলেছি, 'প্রভু যখন ভয়ঙ্করভাবে পৃথিবীকে কাঁপাতে উঠবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্য সংঘটিত হবে! তখনই প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-৩-এর কথাগুলো পূর্ণ হবে।' প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়টি সম্পূর্ণটাই পৃথিবীর ওপর যা আসছে তার এক সতর্কবার্তা। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ওপর ঠিক কী আসছে সে সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো আলো নেই; শুধু এটুকুই জানি, কোনো এক দিন ঈশ্বরের শক্তির ঘূর্ণন-উলটেপালটে সেখানে থাকা বিশাল ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হবে। আমাকে দেওয়া আলোর দ্বারা আমি জানি যে পৃথিবীতে ধ্বংস রয়েছে। প্রভুর একটি বাক্য, তাঁর মহাশক্তির এক স্পর্শ, আর এই বিশাল কাঠামোগুলো ভেঙে পড়বে। এমন সব ঘটনা ঘটবে যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।" Review and Herald, ৫ জুলাই, ১৯০৬।

ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো, তাতে একটুও সত্য না থাকুক বা আংশিক সত্য থাকুক, সবই সেই সত্যটিকে ক্ষুণ্ণ করে যে সেই তারিখের ঘটনাগুলোর পেছনে ছিল ঈশ্বরের বিধানমূলক কার্যক্রম। সেই নানাবিধ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আন্দোলনের বাইরে থেকে সত্যের বিরুদ্ধে শয়তানের আক্রমণ; কিন্তু সে আন্দোলনের ভেতর থেকেও সত্যকে ক্ষুণ্ণ করার কাজ

করছে। সেসব অভ্যন্তরীণ আক্রমণের একটি হলো যোয়েলের গ্রন্থের বিষয় হিসেবে রোমকে প্রত্যাখ্যান করা।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে সেই বিতর্কটি বিবেচনা করব।

> প্রভুর বাক্য যা পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে এসেছিল। এটা শোনো, হে প্রবীণেরা, এবং কর্ণপাত করো, হে দেশের সব অধিবাসী। এমন ঘটনা কি তোমাদের দিনে ঘটেছে, কিংবা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিনেও? এ কথা তোমরা তোমাদের সন্তানদের বলো, আর তোমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদের বলুক, আর তাদের সন্তানরা আরেক প্রজন্মকে। যা কর্তনকারী পোকা রেখে গেছে, তা পঙ্গপাল খেয়েছে; আর যা পঙ্গপাল রেখে গেছে, তা ক্ষয়কারী পোকা খেয়েছে; আর যা ক্ষয়কারী পোকা রেখে গেছে, তা শুঁয়োপোকা খেয়েছে। জাগো, হে মাতালরা, এবং কেঁদে ওঠো; আর হাহাকার করো, হে সকল মদপানকারী, নতুন মদের জন্য; কারণ তা তোমাদের মুখ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। কারণ এক জাতি আমার দেশে উঠেছে, শক্তিশালী এবং অগণিত, যাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মতো, এবং তার রয়েছে বৃহৎ সিংহের গালদাঁত। যোয়েল ১:১-৬।